**শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন, শাহবাগ, ঢাকা, সোমবার, ১৫ পৌষ ১৪২১, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৯১৪ সালের এইদিনে এই ক্ষণজন্মা শিল্পী কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে শিল্প-সংস্কৃতি এবং বাঙালি জাতিসত্ত্বা বিকাশে শিল্পাচার্যের অবদান জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। আমি এই মহান শিল্লীর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

একইসঙ্গে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। জাতির পিতাও শিল্পী ছিলেন। তবে তাঁর ক্ষেত্র রঙ-তুলির জগতে ছিল না, তিনি ছিনেন রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী। বাঙালির মানসে তিনি শুধু স্বাধীনতার বীজমন্ত্র এঁকে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শিল্পচার্যের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁরা মননে-আদর্শে একই ধরণের মত ও পথের অনুসারী ছিলেন। এই দুই বাঙালি মহাপুরুষ বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে আজীবন কাজ করেছেন।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা শিল্পাচার্যকে বাংলাদেশের সংবিধানের স্কেচ করার দায়িত্ব দেন। তিনি সূচারুভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন স্থাপনের দায়িত্বও দেন শিল্পাচার্যকে।

সকল শিল্পকর্মই যে লোক ঐতিহ্যের ধারায় প্রবাহিত হয় তার বাস্তব রূপায়ণই আজকের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও-এর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

জয়নুল আবেদীন ছিলেন সাধারণ আটপৌরে মানুষের শিল্পী। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র, দূঃখবেদনা ছিল এই মহান শিল্পীর ছবির উপজীব্য। তিনি একাধারে ছিলেন নিঃসর্গ প্রেমিক, অন্যদিকে তার রঙ-তুলিতে ফুটে উঠেছে দ্রোহের ভাষা।

কাকতালীয় হলেও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের সঙ্গে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের অনেক মিল খুজে পাই আমরা। দুজনেরই জন্ম গ্রামে। ছাত্রাবস্থার একটা সময় তাঁদের কেটেছে ময়মনসিংহে। আমাদের জাতীয় কবি এবং শিল্পাচার্য তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একই বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দুজনকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সমাহিত করা হয়।

একজন শব্দের কারুকার্যের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন। অন্যজন রঙ-তুলির আচড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বঞ্চনাকে তুলে ধরেছেন।

শিল্পাচার্যের ৪৩’র দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরার পাশাপাশি তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ্যের এদেশের মানুষের প্রতি চরম অবহেলা এবং মানুষের দুর্দশা লাঘবের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

একইভাবে ১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মহাপ্রলয়ের পর বঙ্গবন্ধু যেমন ছুটে গিয়েছিলেন দুর্গত মানুষের পাশে, শিল্পী জয়নুল আবেদিনও সেদিন ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনিও ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্গত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সেখান থেকে ফিরে শিল্পী আঁকলেন তার বিখ্যাত ছবি ‘মনপুরা-৭০’। ৩০ ফুট দীর্ঘ এই শিল্পকর্মে শিল্পী সাইক্লোনের ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ়চিত্তের ইঙ্গিতও তুলে ধরেন।

আজকের প্রজন্মের অনেকেই হয়ত জানেন না, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৭০ সালে ফিলিস্তীন সফর করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিলিস্তীনি যোদ্ধাদের স্কেচ এঁকে বিভিন্ন আরবদেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে তিনি ফিলিস্তীনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কেবল একজন শিল্পী ছিলেন না, বাংলাদেশের শিল্পসংস্কৃতির অঙ্গনে নানা ক্রান্তিকালে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে ঢাকায় একটি চারু ও কারুকলা বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা চর্চার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর হাত ধরে ঋদ্ধ হয়েছে আমাদের শিল্পাঙ্গন।

তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলোক অন্যান্য সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক পরিকল্পনাগুলো বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা বিকাশে অতুলনীয় অবদান রেখেছে।

জীবনাশ্রয়ী বাস্তবানুগ শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সাধারণ মাটির মানুষের বিচিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নিসর্গ, নবান্ন, দুর্ভিক্ষ, জলোচ্ছ্বাস, যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জীবজন্তু ইত্যাদি অনায়াসে তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

শিল্পাচার্য ১৯৪৩ সালের দুভিক্ষ শীর্ষক চিত্রমালার জন্য সারাবিশ্বে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর নৌকা, সংগ্রাম, নবান্ন, মনপুরা-৭০, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি শিল্পকর্ম একদিকে বাংলার নিসর্গ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বাঙালির জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি এসব শিল্পকর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে শিল্পী ও সংগঠক জয়নুল আবেদিন শিল্পবোধ এবং শিল্পরুচি সৃষ্টির প্রয়াসে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, যা নতুন প্রজন্মকে এখনও উদ্দীপ্ত করে।

বাঙালির লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়নে কীভাবে নতুন নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায়, তা বাস্তবায়ন করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। সকল বাঁধা অতিক্রম করে তিনি সফলও হয়েছেন।

বাংলাদেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শিল্পার্চায জয়নুল আবেদিনের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি যেমন ছিলেন একজন মাটির-কাছাকাছি খাঁটি শিল্পী, তেমনি ছিলেন এদেশের আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিথযশা সিনিয়র প্রায় সকল শিল্পীই তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়ে ধন্য ও ঋদ্ধ হয়েছেন। তাঁর মানবিক গুণাবলীর জন্যও তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রচন্ড শক্তিশালী এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল এক শিল্পী জয়নুল আবেদিন। শিল্পকলাকে কখনই তিনি সাধারণ জীবনের বাইরের কোন বিষয় বলে গণ্য করেননি।

শিল্প জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এটাই ছিল তাঁর দর্শন। তাঁর কাছে শিল্প হচ্ছে জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। আর এর উদ্দেশ্য হল মানব সমাজকে ঋদ্ধ ও সুন্দর করে তোলা। সমাজে সুন্দরের প্রতিষ্ঠার আগে অবশ্যই সেখান থেকে সব ধরণের কদর্যতা অপসারণ আবশ্যক।

এসব কদর্যতার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও দৃশ্যমান অসমতা। জয়নুল তাঁর চার দশকের সুদীর্ঘ শৈল্পিক জীবনে একাগ্রচিত্তে কেবল সেই সামগ্রিক ও সমন্বিত পরিবেশটিরই প্রতিষ্ঠায় নিবিষ্ট ছিলেন। যার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ নন্দনচর্চার অব্যাহত অভিযাত্রা।

তাঁর শিল্প সব সময়ই সাধারণ মানুষের কথা বলেছে। তিনি নিজেও উঠে এসেছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে। তাঁদের জীবন, তাঁদের অন্তহীন সংগ্রাম, তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর চিত্রকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

সুধিবৃন্দ,

বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে মিলন হবে- এটাই বাঙালি সংস্কৃতির মূল কথা। আজকে মাঝে মধ্যে নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, বাঙালি জাতি কি তার সংস্কৃতির মূলধারা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে?

জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা, অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা এসব বাঙালি সংস্কৃতির সাথে মানানসই নয়। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, অতিথিপরায়নতা হচ্ছে বাঙালির আদর্শ। বাঙালির হয়ত কখনই সম্পদের প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু অল্পতে তুষ্ট বাঙালি জীবনকে উপভোগ করার কৌশল জানত।

আজকে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। ধর্মের লেবাসধারীরা ধর্মীয় উপসনালয়ে হামলা করছে। আমরা গত বছর দেখেছি, কীভাবে বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদের চত্বরে পবিত্র কোরান শরীফে আগুন দেওয়া হয়। জাতীয় মসজিদ তছনছ করা হয়।

একমাত্র আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্যই পারে মানুষের এসব আমানবিক আচরণের পরিবর্তন আনতে।

আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবীদের এ ব্যাপারে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানুষের মননে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

এই গুণী মহান শিল্পীর বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিল্পাচার্যের শিল্পকর্ম দেখার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি দর্শকবৃন্দ আমাদের বিশ্বমানের শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। নবীন শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন। এ আয়োজন পরবর্তী প্রজন্মকেও আরও উজ্জীবিত করবে। আমাদের শিল্পাঙ্গন সমৃদ্ধ হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিল্পার্চায জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...